বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

এমআইএস বিভাগ

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.bsfic.gov.bd email: cbsfic@gmail.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রকাশিত হল। ২০১২-২০১৩ সালের অর্থনৈতিক গতিধারায় সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিশদ বিবরণ এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭(১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বা বিএসএফআইসি গঠিত হয়। ২০১২-২০১৩ সালে ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে করপোরেশন এর কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। এছাড়াও, কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সাথে একটি ডিস্টিলারি প্লান্ট সংযুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর প্রধান উৎপাদিত পণ্য চিনি। চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল আখ। আখের ফলন এবং এতে সুগার ফরমেশন বহুলাংশে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুমে করপোরেশন এর অধীন ১৫টি চিনিকলে ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৫১ মে. টন আখ মাড়াই করে ৬.৮৫% চিনি আহরণ হারে ১০ লক্ষ ৭ হাজার ১২৩.০০ মে. টন চিনি উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য বছরে কেরুর ডিস্টিলারি ইউনিটে ৫০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদন-লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫০.৬৫ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০১.৩০%। তাছাড়া উৎপাদিত স্পিরিট থেকে ৯.৯২ লক্ষ প্রুফ লিটার ফরেন লিকার উৎপাদিত হয়েছে।

২০১২-২০১৩ সালে ৫৩ হাজার ৭২০.৯২ মে. টন চিনি বিক্রয় হয়েছে। সুষ্ঠু বিক্রয় কর্মসূচীর মাধ্যমে চিনি বিক্রয়ের ফলে এবছর দেশে চিনির মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল থাকে।

চিনির উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে বর্তমানে চিনিকলসমূহ লোকসানের সম্মুখীন হলেও অদ্যাবধি শুল্ক ও কর বাবদ লোকসানের চেয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ করপোরেশন কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ ২ হাজার ৪০৪.৪৯ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময় পর্যন্ত প্রদত্ত সর্বমোট শুল্ক ও করের পরিমাণ ৩ হাজার ২৮৯.৮৮ কোটি টাকা। এ বছর প্রদত্ত শুল্ক ও করের পরিমাণ ৮ হাজার ৬০০.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০০৩-২০০৪ মাড়াই মৌসুম হতে মিলে গুণগত মানসম্পন্ন আখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখচাষিদের বর্তমান আখের মূল্যের ওপর চিনি আহরণ হার ৮% এর উর্ধ্বে ৯% পর্যন্ত প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টন অতিরিক্ত ৮.০৩ টাকা এবং ৯% এর উর্ধ্বে ১০% পর্যন্ত প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টন অতিরিক্ত ১০.৭১ টাকা হারে মাড়াই মৌসুম শেষে প্রিমিয়াম মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়, যা আলোচ্য মৌসুমেও বহাল থাকে। আলোচ্য বছর আখের মূল্য পরিশোধ বাবদ ৩৯৪.৮৫ কোটি টাকা ও কৃষিঋণ বাবদ আখচাষিদের ৮৫.৫৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল আখ চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া, কৃষিভিত্তিক চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, হাট-বাজার, অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া চিনির উপজাত চিটাগুড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করেও কতিপয় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় হচ্ছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে, চিনিশিল্পের উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং করপোরেশনের অগ্রগতি ও সাফল্যে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ যেসব প্রতিষ্ঠান দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করছে তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিলসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-শ্রমিক-কর্মচারী এবং বন্ধুপ্রতিম আখচাষিদের, যাদের সম্মিলিত প্রয়াসে করপোরেশন এর সাফল্যের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখবে।

(এ কে এম দেলোয়ার হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
পরিচালকমন্ডলী

২০১২-২০১৩

চেয়ারম্যান	১. জনাব মাহমুদউল হক ভূঁইয়া ০১-০৮-২০১১ হতে ২৩-১২-২০১৪
পরিচালক (অর্থ)	১.জনাব এ.কে.এম.দেলোয়ার হোসেন ১৮-১২-২০০৬ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল)	১. জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ০৫-০৯-২০১১ হতে ১৯-০৫-২০১৩ পর্যন্ত ২. জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১৯-০৪-২০১৩ হতে ৩০-০৪-২০১৪ পর্যন্ত
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	১. জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১০-০২-২০১২ হতে ১৮-০৫-২০১৩ পর্যন্ত ২. জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ২২-০৫-২০১৩ হতে ১১-০৮-২০১৪ পর্যন্ত ৩. জনাব বিকাশ চন্দ্র সাহা ১১-০৮-২০১৪ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (বাণিজ্যিক)	১. জনাব প্রকৌ: জ্যোতিশ্ময় বড়ুয়া ১৬-০১-২০১২ হতে ০৮-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
পরিচালক(ইক্ষু উন্নয়ণ ও গবেষনা)	১. জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মিয়া ২৭-১০-২০১১ হতে ২৫-১০-২০১২ পর্যন্ত ২. জনাব মোঃ আজিজুর রহমান ২৬-১০-২০১২ হতে অদ্যাবধি
সচিব	১. জনাব ফেরদৌস বেগম ০২-০১-২০১১হতে ৩০-১০-২০১২ পর্যন্ত ২. জনাব এ এস এম আবদার হোসেন ০৩-১২-২০১২ হতে অদ্যাবধি

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের পরিচালকমন্ডলী করপোরেশন এর সদর দপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের নিরীক্ষিত হিসাব এবং অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত ২০১২-২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন।

চিনিশিল্পের পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭(১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বা বিএসএফআইসি গঠিত হয়। ঐ সময়ে চিনিকল এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশিল্প প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিএসএফআইসি'র অধীনে ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে ৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণসহ প্রাক্তন মালিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে। ২০১২-২০১৩ সালে করপোরেশনের আওতাধীন ১৫টি চিনিকল চালু থাকে। করপোরেশনের উৎপাদন কর্মকান্ডে চিনিশিল্পের ভূমিকাই প্রধান। এতদ্ব্যতীত চিনিশিল্পের সহযোগী শিল্প হিসেবে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিঃ এ একটি ডিস্টিলারি কারখানা এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য কুষ্টিয়া শহরে রেনউইক. যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিঃ নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতেও উৎপাদন অব্যাহত আছে।

২০১২-২০১৩ সালে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

দেশে চিনির চাহিদা ও চিনিকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা

FAO এবং বাংলাদেশ পুষ্টি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী মাথাপিছু বাৎসরিক চিনির চাহিদা ৯.০০ কেজি। সে হিসেবে দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে চালু ১৫টি চিনিকলে বাৎসরিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০,৪৪০ মে.টন। এছাড়া দেশে গুড় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩.০০ লক্ষ মে.টন। স্পষ্টতঃ চিনিকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে চিনির ঘাটতি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানায় সুগার রিফাইনারী স্থাপিত হওয়ার ফলে চিনির চাহিদা তাদের দ্বারা সিংহভাগ পূরণ হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত চিনি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে করপোরেশনের নিজস্ব সুষ্ঠু মার্কেটিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে। উল্লেখ্য যে, দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে দুটি ত্রিশের দশকে, দুটি পঞ্চাশের দশকে, সাতটি ষাটের দশকে এবং চারটি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে স্থাপিত হয়। অধিকাংশ চিনিকলের যন্ত্রাংশ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এগুলির স্থাপনকালীন উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। চালু ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ১০টি চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেলেও যথাযথ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিএমআরকরণের মাধ্যমে এগুলো চালু রাখা হয়েছে।

ইক্ষুচাষ

চিনিকলসমূহে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর চিনিকল এলাকায় ২.১০ থেকে ২.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করে একর প্রতি ফলন গড়ে ১৯.০০ মে.টন হিসেবে বছরে ৪০.০০ থেকে ৪৭.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু উৎপাদিত হলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য মিলজোনে ইক্ষু চাষ ও ইক্ষু উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইক্ষুচাষীদের উন্নতজাতের ইক্ষুবীজ, সার, কীটনাশক, নগদ অর্থ, ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি বিতরণের জন্য ইক্ষুচাষকে ঋণী, অঋণী ও নিজস্ব খামার খাত হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুমে চিনিকল এলাকায় ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫০০ একর জমিতে ইক্ষুচাষ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ একর যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৫%।

২০১২-২০১৩ রোপণ মৌসুমে ইক্ষুচাষের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

বিবরণ	একক	ইক্ষুচাষের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ইক্ষুচাষ	ইক্ষুচাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন(%)
চাষির জমিতে (ঋণী)	একর	১৪৭৭৬৩	১২১২৩০	৮২.০৭
চাষির জমিতে (অ-ঋণী)	একর	৫২৮৭৯	৪৭৮৪৭	৯০.৪৮
খামারে (ঋণী)	একর	৪৮৫৮	৪৯২৯	১০১.৪৬
মোট	একর	২০৫৫০০	১৭৪০০৬	৮৪.৬৭

ইক্ষু চাষের উপকরণ বিতরণ

চিনিকল এলাকায় ইক্ষুর চাষ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে চিনিকলসমূহের প্রয়োজনীয় ইক্ষু প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসএফআইসি কর্তৃক ১৯৮০ সালে নিবিড় ইক্ষু উন্নয়ন প্রকল্প 'কম জমি অধিক ফলন' চালু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও মিলজোন এলাকার বিভিন্ন স্থানে ইক্ষুচাষীগণকে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাদানসহ সার, উন্নত জাতের রোগমুক্ত ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষি ঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। ২০১২-২০১৩ রোপণ মৌসুমে ৬৫ হাজার ৮৯৮ মে.টন ইক্ষুবীজ, ১১ হাজার ৫৭৭ মে.টন ইউরিয়া, ৮ হাজার ৯৩৯ মে.টন টিএসপি, ৮ হাজার ১৯৫ মে.টন এমওপি এবং ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫ কেজি কার্বোফুরান, ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৯৫ কেজি ক্লোরোপাইরিফস, ৪ হাজার ১১১ কেজি কার্বেন্ডাজিমসহ মোট ৮ হাজার ৫৫৯.০৫ লক্ষ টাকার উপকরণ ইক্ষুচাষিদের মধ্যে কৃষিঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

বিগত ৪ বছরে ইক্ষুচাষে উপকরণ বিতরণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

বিবরণ	একক	২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩	
		পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	অর্জন পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)
ইক্ষুবীজ	মে.টন	৭২৮২৪	১৩২৬.৭৬	৪২২০৬	৯৯২	১৫১২২	১১২৭	৬৫৮৯৮	১৭০০.১৭
রাসায়নিক সার	মে.টন	২৪১৮৫	৪৮৬১.৮৬	২২০৬৮	৪৮৩২	২৩৯৮৮	৩৫৬০	২৮৭১১	৪৯৩৭.০১
কীট ও রোগনাশক ঔষধ	কেজি	৯৩৪১৬৩	৫১৯.৩৬	৮১৮৫৯৫	৭৪৪	৮৮৪২৮৯	৫০৭	৯৩০১১১	৭২৩.২১
অন্যান্য	মে.টন	-	৩৭৯.৬৬	-	১১৫৭	-	১৬৫	-	১১৯৮.৬৬
মোট ঋণ :	লক্ষ টাকা		৭০৮৭.৬৪	-	৭৭২৬	-	৫৩৫৯	-	৮৫৫৯.০৫

রোপা আখচাষে ভর্তুকি কার্যক্রম

ইক্ষুচাষের প্রতি চাষিদের উৎসাহিত করা এবং আখের ফলন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি উন্নত জাত দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে রোপণ মৌসুমে রোপা পদ্ধতিতে আখচাষের জন্য ভর্তুকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-২০১৩ রোপণ মৌসুমে রোপা আখচাষের ক্ষেত্রে প্রতি একরে ভর্তুকির হার নিম্নরূপ ছিল :

(ক) সাধারণ রোপা আখচাষের জন্য	:	৩,৩০০/- টাকা
(খ) রোপা পদ্ধতিতে বীজক্ষেত স্থাপনের জন্য	:	৩,৮০০/- টাকা
(গ) রোপা পদ্ধতিতে জোড়া সারিতে আখচাষের জন্য	:	৪,৪০০/- টাকা
(ঘ) রোপা আখচাষকৃত জমিতে মুড়ি চাষের জন্য	:	২,০০০/- টাকা

ইক্ষুর ফলন

চিনিকল এলাকায় চিনিকলসমূহের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর ২.১০ থেকে ২.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করা হত। একর প্রতি ফলন গড়ে ১৯.০০ মে. টন হিসেবে উক্ত পরিমাণ জমিতে ৪০.০০ থেকে ৪৭.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু উৎপাদিত হত। এর মধ্যে ২৫.০০ থেকে ২৮.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু চিনিকলে মাড়াইয়ের জন্য পাওয়া যেত। অবশিষ্ট ইক্ষু গুড় প্রস্তুতে, বীজ হিসেবে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে ইক্ষু আবাদ ক্রমশহ্রাস পাওয়ায় ইক্ষু মাড়াইওহ্রাস পাচ্ছে।

২০১২-২০১৩ সালসহ বিগত ১০ বছর মিলজোনে মোট ইক্ষু উৎপাদন, একর প্রতি ফলন, চিনিকলে আখ সরবরাহ (নন-মিল জোন থেকে সংগৃহীত ইক্ষুসহ), গুড় প্রস্তুতে ব্যবহার, বীজ হিসেবে ব্যবহার, অন্যান্য কাজে ব্যবহারসহ মোট ডাইভারশন নিম্নরূপ:

মাড়াই মৌসুম	ইক্ষুচাষ (পূর্ববর্তী বছরে রোপণকৃত) (একর)	মোট ইক্ষু উৎপাদন (মে.টন)	একর প্রতি ফলন (মে.টন)	চিনিকলে সরবরাহ (মে.টন)	গুড় প্রস্তুতে ব্যবহার (মে.টন)	বীজ তৈরীতে ব্যবহার (মে.টন)	অন্যান্য কাজে ব্যবহার (মে.টন)	মোট ডাইভারশন (মে.টন)
২০০৩-২০০৪	২০৯৭০৫	৩৯৪৮২৪৪	১৯	১৬৪২৫১০	১৫৯৭৬৫৫	৩৪১৯৭১	৩৬৬১০৮	২৩০৫৭৩৪
২০০৪-২০০৫	১৯৩০৯৭	৩৫১৬৯৭২	১৮	১৪১৪৫৯৯	১৪৮৩১৪৬	৩৩১০৪০	২৮৮১৮৭	২১০২৩৭৩
২০০৫-২০০৬	১৮৬৩০১	৩৭১৭৩০৪	২০	১৮৫৩১৭৯	১২৪৪৬৬৪	৩৬৬২৯৮	২৬৩২৩১	১৮৭৪১৯৩
২০০৬-২০০৭	২০৬১৩৪	৪১২২২২৪	২০	২৩৩৫৩৫৭	১১২১৪৬৩	৩৫৪৭৬২	৩২৫৪০৫	১৮০১৬৩০
২০০৭-২০০৮	২১৭০৯৫	৪০৫১১৩৭	১৯	২২৮৭৫২৮	১১১৬৩৩৬	৩০১১৬৪	৩৭৪৯১৬	১৭৬৩৬০৯
২০০৮-২০০৯	১৯৪৪৮৭	৩০৩৮৪৭২	১৬	১১৮৪১০৯	১২৬৮৬৮৭	২১১২১৯	৩৭৪৪৫৭	১৮৫৪৩৬৩
২০০৯-২০১০	১২৭৬৯২	২৩৭৭৫৫৬	১৯	৮৬৬৫৭৩	১০৮৬৩৫৩	২৬৭১৬৭	১৫৭৪৬৩	১৫১০৯৮৩
২০১০-২০১১	১৬১৪২৯	৩০৪০২২৪	১৯	১৫৮১৯০৭	৮৮০৩০৯	২৪২৭৬৮	৩৩৫২৪০	১৪৫৮৩১৭
২০১১-২০১২	১৫৭৭৬৯	২৮৬৫৫৭৮	১৮	১০৪৭৪৫৩	১২৮৬৯৮৬	২০২৯০৬	২৪৮২৩৩	১৮১৮১২৫
২০১২-২০১৩	১৫৯৬৭৩	৩০৬২৮৪০	১৯	১৫৬২৭৩১	৯৬৭৫২৭	২৯১২৬৬	২৩৪৩১৪	১৫০০১০৭

পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ

পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত ইক্ষুবীজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইক্ষুবীজকে রোগমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন চিনিকলে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর পাশাপাশি ময়েস্ট হট এয়ার ট্রিটমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যেও বীজ শোধনের কার্যক্রম চালু আছে। পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন ২৫%-৩০% বৃদ্ধি পায় এবং চিনি আহরণ হারও বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় অর্থ, জনবল, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি না থাকায় চিনিকলগুলি পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে না। ফলে এক তৃতীয়াংশ পরিচ্ছন্ন বীজ ও বাকি দুই তৃতীয়াংশ সাধারণ বীজ ব্যবহার করা হয়। সকল চিনিকল এলাকায় পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ ব্যবহার বৃদ্ধি করে ইক্ষুর ফলন, সরবরাহ ও চিনি আহরণ হার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

ইক্ষুর জাত সঙ্কট

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক চিনিযুক্ত, উচ্চ ফলনশীল ও রোগমুক্ত ইক্ষুজাত ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে চিনিকল ও চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় উন্নত জাতের আখের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অবমুক্ত জাতগুলির ফলন ও চিনি আহরণের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। তবে নতুন ইক্ষুজাত উদ্ভাবন দ্বারা পুরানো জাতগুলির প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে।

ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ সরকার ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ করে এবং চিনিকলগুলি কৃষকদের নিকট থেকে উক্ত নির্ধারিত মূল্যে ইক্ষু ক্রয় করে থাকে। ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে সরকার নির্ধারিত প্রতি মে:টন ইক্ষুর মূল্য মিলস্গেটে ৫২২.৪৪ টাকা এবং বহিঃ কেন্দ্রে ৫০৯.০৫ টাকা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে আখের মূল্য অন্যান্য ফসলের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সময় সময় মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। ২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুম হতে ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতি মে:টন বহিঃ কেন্দ্রে ২৪৪০ টাকা এবং মিলস্গেটে ২৫০০ টাকা ধার্য করা হয়।

১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি মে:টন ইক্ষু ক্রয় মূল্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

বছর	প্রতি মে:টন ইক্ষুর মূল্য(টাকা)	
	মিলসগেট	বহিঃ কেন্দ্র
১৯৮৪-১৯৮৫	৫২২.৪৪	৫০৯.০৫
১৯৮৫-১৯৮৬	৬২৯.৬১	৬১৬.২২
১৯৮৬-১৯৮৭	৬৫৬.৪০	৬৪৩.০১
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৩৬.৭৮	৭২৩.৩৮
১৯৮৮-১৯৮৯	৮৯৭.৫৩ (০৪-০৪-৮৯ থেকে)	৮৮৪.১৪
১৯৮৯-১৯৯০	৯৫১.১২ (২৫-০৯-৮৯ থেকে)	৯৩৭.৭২
১৯৮৯-১৯৯০	১০০৪.৭০ (০১-০২-৯০ থেকে)	৯৯১.৩০
১৯৯৯-২০০০	১০০৪.৭০	৯৯১.৩০
২০০০-২০০১	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০১-২০০২	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০২-২০০৩	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০৩-২০০৪	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০৪-২০০৫	১১৭৮.৮৫	১১৫২.০৬
২০০৫-২০০৬	১২৮৬.০২	১২৫৯.২২
২০০৬-২০০৭	১৩৬৬.৩৯	১৩৩৯.৬০
২০০৭-২০০৮	১৪৩৩.৩৭	১৩৯৩.১৮
২০০৮-২০০৯	১৬০৭.৫২	১৫৬৭.৩৩
২০০৯-২০১০	১৭৬৮.২৭	১৭২৮.০৮
২০১০-২০১১	২২২৩.৭৪	২১৭০.১৫
২০১১-২০১২	২২২৩.৭৪	২১৭০.১৫
২০১২-২০১৩	২৫০০.০০	২৪৪০.০০

গুনগতমানের আখ উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান

২০০৩-২০০৪ মাড়াই মৌসুম হতে মিলে গুণগত মান সম্পন্ন ইক্ষু প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষিদেরকে বর্তমান মূল্যের উপর চিনি আহরণ হার ৮% এর উর্ধ্বে ৯% পর্যন্ত প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টনে অতিরিক্ত ৮.০৩ টাকা এবং ৯% এর উর্ধ্বে ১০% পর্যন্ত প্রতি মে:টনে ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টনে অতিরিক্ত ১০.৭১ টাকা প্রণোদনা হিসেবে মাড়াই মৌসুম শেষে প্রিমিয়াম মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয় যা আলোচ্য মৌসুমেও বহাল থাকে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সরকার কর্তৃক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রতি মে.টন চিনির উপর আরোপিত বিক্রয় কর ২৪২০.০০ টাকা বহাল থাকে। ০৮-০৬-২০০২ তারিখ হতে চিনি আমদানি অবাধ কর'র প্রেক্ষিতে চিনিকলগুলি বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত চিনির সাথে প্রতিযোগিতা মূল্যে চিনি বিক্রয়ের সুবিধার্থে চিনির উৎপাদন ব্যয়হ্রাসের নিমিত্ত ০১-০৭-০২ তারিখ হতে চিনিতে প্রতি মে:টন-এ প্রদেয় ভ্যাট ২৪২০.০০ টাকা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয় যা অদ্যাবধি বহাল থাকে।

বিএসআরআই লেভি

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা লেভি হিসেবে প্রতি মে.টন চিনি বিক্রয়ের উপর ক্রেতাদের নিকট হতে ৫৩.৫০ টাকা হারে গবেষণা লেভি আদায় করা হত। এক্ষেত্রেও চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্তে ০১-০৭-২০০২ তারিখ হতে চিনি বিক্রয়ের উপর ক্রেতাদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে টনপ্রতি গবেষণা লেভিও প্রত্যাহার করা হয়েছে যা অদ্যাবধি বহাল থাকে।

ইক্ষু সংগ্রহ কার্যক্রম

ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরুর পূর্বে মাঠকর্মী ও ইক্ষু সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিটি ইক্ষু জমি জরিপ করে সম্ভাব্য ইক্ষু ফলন ও মাড়াইয়ের জন্য ইক্ষু প্রাপ্তির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। চিনিকলগুলিতে দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইক্ষু ক্রয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। দৈনিক কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্জি বিতরণের মাধ্যমে মিলসগেট ও বহিঃকেন্দ্র হতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইক্ষুচাষিদের নিকট হতে ইক্ষু ক্রয় করে মাড়াই করে থাকে। প্রতিটি ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে সাধারণতঃ ৫ জন থেকে ১১ জন ইক্ষুচাষি প্রতিনিধি নিয়ে পুর্জি কমিটি গঠিত হয়। পুর্জি গেজেট প্রণয়নের সময় ক্ষুদ্র চাষি, ঋণী চাষি, আগাম রোপা ও মুড়ি ইক্ষু চাষি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। আখ ক্রয়ের স্বচ্ছতা আনায়ণের জন্য ২০০৯-১০ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-পুর্জি কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০-১১ মাড়াই মৌসুম থেকে সকল মিলে ই-পুর্জি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে যা অব্যাহত আছে। তাছাড়া সুষ্ঠুভাবে ইক্ষু ক্রয়ের স্বার্থে ই-গেজেট কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

চিনিকল এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের চিনিকলগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। চিনিকলগুলিতে নিকটবর্তী এলাকা থেকে পর্যাপ্ত ইক্ষু না পাওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইক্ষু সংগ্রহ করতে হয়। চিনিকল ও ইক্ষু সংগ্রহ এলাকার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তাঘাট না থাকায় অনেক এলাকা থেকে ইক্ষু সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়ে। সুতরাং চিনিকলে পর্যাপ্ত ও দ্রুত ইক্ষু পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য সংযোগকারী রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত আখ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য সরকারি অনুমোদনক্রমে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সুগার সেস খাতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

(১) সুগার সেস : চিনিকল এলাকায় কাঁচা রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য ইক্ষুচাষিদের নিকট হতে প্রতিটন ইক্ষু বিক্রয়ের উপর ৩.২২ টাকা হারে সেস আদায় করা হয়। আলোচ্য বছরে উক্ত খাতে ৫০.৬৬ লক্ষ টাকা সেস আদায় হয়।

(২) রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ড : চিনি ক্রয়কারীদের নিকট হতে পূর্বে প্রতি মে:টনে ২৬৭.৯২ টাকা হারে অর্থ সংগ্রহ করা হত। চিনি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্তে চিনির ভ্যাট ও বিএসআরআই লেভির ন্যায় ০১-০৭-০২ তারিখ হতে রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ডের টাকা চিনি ক্রয়কারীদের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে কর্তন না করে উক্ত হারে আদায়যোগ্য টাকার সম পরিমাণ অর্থ সরকার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় যা আলোচ্য সালেও বহাল থাকে। প্রদানকৃত উক্ত ফান্ড দ্বারা "পল্লী সড়ক নির্মাণ মঞ্জুরী" হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোণীত সুগার সেস কমিটির মাধ্যমে চিনিকল এলাকায় পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়। এ কমিটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় :

১।	যে এলাকায় চিনিকল অবস্থিত সে এলাকার মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/	চেয়ারম্যান
	সংসদ সদস্য/জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/সরকার মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
২।	ডেপুটি কমিশনার	সদস্য-সচিব
৩।	চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য
৪।	চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক(কৃষি)	সদস্য
৫।	জেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৬।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এল,জি,ই,ডি	সদস্য
৭।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৮।	চিনিকলের প্রকৌশলী(পুর)	সদস্য
৯।	দুইজন ইক্ষুচাষি প্রতিনিধি	

২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুমেও উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

২০১০-২০১১ থেকে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত চিনিকল এলাকায় সুগার সেস ও রোড ডেভেলপমেন্ট এবং পল্লী সড়ক নির্মাণ ফান্ড কমিটি কর্তৃক রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের বিবরণ নিম্নরূপ:

(কিলোমিটারে)

সড়কের বর্ণনা	২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩	
	নতুন নির্মাণ	মেরামত	নতুন নির্মাণ	মেরামত	নতুন নির্মাণ	মেরামত
পাকা সড়ক	৫৪৬.০৬	২৫০.২০	৮৪.৫১৫	২০০.২৫	৫৩.৬৯	১৪৬.৪০
আধাপাকা সড়ক	৭৬৭.২১	৫০৮.০২	১৭.৫১	৫১৬.১০	১৮.৮১	৫৮৮.১৭
কাঁচা সড়ক	২৫১.৫৪	২৭০৭	২৩১.১০	২১৬২	৩১৪	২০৪১.০৮

ইক্ষু পরিবহন

ইক্ষু মাড়াইয়ের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ইক্ষু পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। ইক্ষু কর্তনের পর দ্রুত মাড়াই করতে পারলে আখ তছরূপ/অপচয় কম হয় ও চিনি আহরণ হার বৃদ্ধি পায়। তাই চিনিকলসমূহ যথাসম্ভব নিজস্ব ট্রাক, ট্রাক্টর ও ট্রেইলারের মাধ্যমে ইক্ষু পরিবহন করে থাকে। অনেক সময় নিজস্ব যানবাহনের স্বল্পতাহেতু কোন কোন মিলে দূরবর্তী ক্রয় কেন্দ্র হতে ভাড়া করা পরিবহন দ্বারা ইক্ষু পরিবহন করা হয়। এছাড়া ইক্ষুচাষিগণ গরুর গাড়ি এবং মহিষের গাড়ির মাধ্যমেও ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু সরবরাহ করে থাকে।

২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু পরিবহনের জন্য মিলসমূহের নিজস্ব যানবাহনের সংখ্যা নিম্নরূপ :

যানের নাম	প্রাপ্ত সংখ্যা		
	সচল	অচল	মোট
১। ট্রাক	৯২	২৯	১২১
২। ট্রাক্টর	৭০৯	২৮৯	৯৯৮
৩। ট্রেইলরস	২৬০৯	৬৯৫	৩৩০3

উৎপাদন কার্যক্রম

করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে প্রধান পণ্য হিসেবে চিনি ছাড়াও স্পিরিট, অ্যালকোহল এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়। এছাড়া চিনির উপজাত হিসেবে চিটাগুড়, ছোবড়া ও প্রেসমাড উৎপন্ন হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পণ্যভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল:

চিনি

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে করপোরেশনের ১৫টি চিনিকলে উৎপাদন কর্মকান্ড চালু থাকে। ১৫টি চিনিকলের দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতা ২১ হাজার ৪৪ মেঃ টন হিসেবে ১২৫ দিনে ইক্ষু মাড়াই ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ মে.টন এবং গড়ে ৮% চিনি আহরণ হারে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ মে.টন।

২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুমে ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৩৯% চিনি আহরণ হারে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৫ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ১৫টি চিনিকলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৫১ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৬.৮৫% চিনি আহরণ হারে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ১২৩ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়।

২০০০-২০০১ সাল হতে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট আখ মাড়াই দিবস, আখ মাড়াই, চিনি উৎপাদন ও চিনি আহরণ হারের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন নিম্নরূপ:

মাড়াই মৌসুম	মাড়াই দিবস		ইক্ষু মাড়াই (মে.টন)		চিনি উৎপাদন (মে.টন)		গড় চিনি আহরণ হার (%)	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
২০০০-২০০১	১৯৯৯	১১৯৮	১৬২৩০০০	১৩৬৯০২৬	১৩০০০০	৯৮৩৫৫	৮.০১	৭.১৮
২০০১-২০০২	১৫০৬	২১৭৫	২২৮৯০৭০	২৮১১১০২	১৮৩১২৫	২০৪৩২৮	৮.০০	৭.২৭
২০০২-২০০৩	২০৮৫	২১৬৮	২৬৪৫০০০	২৬৩৩৩৯১	২০৫০০০	১৭৭৩৯৯	৭.৭৫	৬.৭৩
২০০৩-২০০৪	১৮৪২	১৩৫২	২৩৮৫০০০	১৬৪২৫১০	১৮০০০০	১১৯১৪৬	৭.৫৫	৭.২৬
২০০৪-২০০৫	১৭১৩	১১৫৫	২২৭৭০০০	১৪১৪৫৯৯	১৭৭৬০০	১০৬৬৪৫	৭.৮০	৭.৫৩
২০০৫-২০০৬	১৪৮০	১৪৮৩	১৭৭২১৬০	১৮৫৩১৭৯	১৪০০০০	১৩৩২৮৩	৭.৯০	৭.১৯
২০০৬-২০০৭	১৬০৮	১৮৫৭	২৩৩৭০২২	২৩২৪৭৫২	১৬৬৬৩২	১৬৪৯৯৬	৭.১৩	৭.১০
২০০৭-২০০৮	১৭১৮	১৮৭৪	২২৯৫০০০	২২৮৭৫২৮	১৭৪০২১	১৬৩৮৪৩.৮	৭.৫৮	৭.১৬
২০০৮-২০০৯	১৭১৫	১০২১	২২৭২০০০	১১৮৪১০৯	১৭৩১০০	৭৯৯২১.৮০	৭.৬২	৬.৭৫
২০০৯-২০১০	১০৪১	৭৩৯	১৩৩০০০০	৮৬৬৫৭৩	১০১৫২৫	৬২২০৩.৪০	৭.৬৩	৭.১৭
২০১০-২০১১	১২৪১	১৩০৮	১৫৮১০০০	১৫৮১৮৫৭	১১৮৯২৫	১০০৯৬২.৪০	৭.৫২	৬.৩৮
২০১১-২০১২	১৩৬৭	৯২০	১৭৯৫০০০	১০৪৭৫০১	১৩৫৩৭৬	৬৯৩৪৬.৮০	৭.৫৪	৬.৬২
২০১২-২০১৩	১৩২৬	১২৬৯	১৭৪৫০০০	১৫৬২৩৫১	১২৯০৭৫	১০৭১২৩	৭.৩৯	৬.৮৫

চিটাগুড় , ছোবড়া ও প্রেসমাড

চিটাগুড়, ছাবড়া ও প্রেসমাড চিনিশিল্পের প্রধান উপজাত দ্রব্য। ২০১২-২০১৩ সালে করপোরেশনের অধীনস্থ চিনিকলগুলি ৫৮ হাজার ৭৩৮ মে.টন চিটাগুড়, ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ১১২ মে.টন ছোবড়া এবং প্রায় ৪৬ হাজার মে:টন প্রেসমাড উৎপাদন করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি

কুষ্টিয়ায় অবস্থিত রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লি. চিনিকলগুলির যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করে। ২০১২-২০১৩ সালে উক্ত কারখানাতে ৯৬৪.৯৪ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় যা গত বছরের উৎপাদন ১০২০.৯৬ মে.টনের তুলনায় ৫.৪৯ % কম।

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১২-২০১৩ সালের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

পণ্যের নাম	একক	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২ সালের তুলনায় ২০১২-২০১৩ সালে (-)হ্রাস / (+) বৃদ্ধির হার
চিনি	মে. টন	৩৬৭৪৩.৫৫	১০২৮০৫.৩	৪৬১০৮.৪৫	৫৩৭২০.৯২	১৬.৫
চিটাগুড়	মে. টন	১৮৫৯৩.৯২	৩৪৯৩৮.৪১	৪৫৪৩৯.৩৬	৬৫০৫৭.৪৬	৪৩.১৭
স্পিরিট,অ্যালকোহল	লক্ষ প্রুফ লিটার	৪৪.০১	৩৮.০৮	৩৭.১৬	৩৮.০১	২.২৯
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রুফ লিটার	৬.৫৩	৭.১৯	৮.৩১	৯.৬৩	১৫.৮৮
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে. টন	১০৪৮.৮৮	৬৭৮.৪৫	১৪২৪.৭৬	১২২৪.৯৩	-১৪.০৩

লাভ/(লোকসান)

২০০৭-২০০৮ সাল হতে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত খাতওয়ারী কর উত্তর লাভ/(লোকসান) এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল :

লক্ষ টাকায়

( ) = লোকসান

খাতের নাম	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত লাভ/(লোকসান)
ক) চিনি*	(১৪১৩৫.১০)	(১৮৫৭৮.৬০)	(১৩৫৮৬.০৮)	(১৯১০৬.০৮)	(৩১১৫৪.০১)	(৩১৪৬৬.৯৬)	(২৪০১৫৭.৮৭)
খ) কারিগরী প্রতিষ্ঠান	৬১.৫৮	৭১.১৪	১০৮.২৩	১০৯.৯২	১১২.৩৩	১১৫.৩১	(৮২৫.১৮)
গ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	২৫.৪৯	৩৬.১৯	৫৯.৪১	৬০.৬৮	৮০.১৭	৯৯.৩৫	৫৩৪.০৮
মোট	(১৪০৪৮.০৩)	(১৮৪৭১.২৭)	(১৩৪১৮.৪৪)	(১৮৯৩৫.৯৩)	(৩০৯৬১.৫১)	(৩১২৫২.৩০)	(২৪০৪৪৮.৯৭)

* সহযোগী শিল্প ডিস্টিলারি ও ঔষধ কারখানার লাভ/ক্ষতি অন্তর্ভূক্ত আছে।

মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থান

২০০৭-২০০৮ সাল হতে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত করপোরেশনের অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০শে জুন					
	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
সম্পদ						
স্থায়ী সম্পদ	১১০৯০.৩৪	১০৬৬৩.১১	৯৭৫২.০১	৯০৫৩.৬৪	৯৩৫৪.০৮	৯৯৬৪.৭৩
চলতি সম্পদ	৪৫৫৯৫.২৬	৪৬০৭০.৭৭	৬৩৪৬০.১৯	৬৮০৮৩.৭১	৭৮৫১৬.০৯	১২০৩৬৯.৯৪
মোট সম্পদ	৫৬৬৮৫.৬০	৫৬৭৩৩.৮৮	৭৩২১২.২০	৭৭১৩৭.৩৫	৮৭৮৭০.১৭	১৩০৩৩৪.৬৭
বাদ চলতি দায়	১০২৭৫৭.৯৮	১২৯৬৩৩.৪৮	১৬৮৬৭৯.৬৯	১৯৫০৪৪.৭৫	২৩৮৭২০.২৬	৩২৪৫৯৯.০৮
নীট সম্পদ/ নিয়োজিত মূলধন	(৪৬০৭২.৩৮)	(৭২৮৯৯.৬০)	(৯৫৪৬৭.৪৯)	(১১৭৯০৭.৪০)	(১৫০৮৫০.০৯)	(১৯৪২৬৪.৪১)
অর্থ সংস্থান :						
ইকুইটি	(১০১৩৭১.১৭)	(১২০০০৫.১২)	(১৩৫৯০২.৪৪)	(১৫৫৪৭১.২৪)	(১৮৬৭৮৫.১৯)	(২২৯৯৬৫.৯২)
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৫৫২৯৮.৭৯	৪৭১০৫.৫২	৪০৪৩৪.৯৫	৩৭৫৬৩.৮৪	৩৫৯৩৫.১০	৩৫৭০১.৫১
মোট :	(৪৬০৭২.৩৮)	(৭২৮৯৯.৬০)	(৯৫৪৬৭.৪৯)	(১১৭৯০৭.৪০)	(১৫০৮৫০.০৯)	(১৯৪২৬৪.৪১)

সরকারি কোষাগারে শুল্ক ও কর প্রদান

করপোরেশন ও এর অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর বাবদ মোট ৮ হাজার ৬০০.৭৫ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে যা গত বছর প্রদত্ত ৭ হাজার ১৫৪.৫৭ লক্ষ টাকার তুলনায় ২০.২১% বেশি। করপোরেশন ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩ হাজার ২৮৯.৮৯ কোটি টাকা শুল্ক ও কর হিসেবে সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে। নিম্নে ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০০৪-২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট প্রদত্ত শুল্ক ও কর এবং ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত বছরওয়ারী প্রদত্ত শুল্ক ও কর এবং ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট প্রদত্ত শুল্ক ও করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

রাজস্বের খাত	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০০৪-২০০৫ সাল পর্যন্ত	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট
ভ্যাট/আবগারী শুল্ক	১৬৫৯০০.২১	৩৮১৫.৪৩	৪২২৯	৪৯৫৪.০৮	৫৮৮৯.৭৪	৫৭৭৪.৪	৬৫২৭.৩	৬৭৩৩.২৭	৭৯২৬.৬৫	২১১৭৫০.৫৩
আমদানির উপর ভ্যাট	৫২৬৫৭.৬১	৬২.৬৬	১০৭.৬	৭৩.৩২	৭৯.৭৭	১৮.৩৫	৮.০৩৪	২৪.১৮	১৩১.৯৩	৫৩১৬৩.৪০
বিক্রয় কর	৫৭৯০.৮৪	-	-	-	-	-	-	৩৬.২৯	-	৫৭৯০.৮৪
আমদানি শুল্ক	৫৭৪৫.২	২৪.৫২	২১.১২	২৭.১৮	১৬.৭৩	১১.৫৩	৫২৪.০৩	-	৬৮.১৩	৬৪৭৪.৭৩
উন্নয়ন সারচার্জ	৩৮৭৯.৭২	-	-	-	-	-	-	১০.০৮	-	৩৮৭৯.৭২
আমদানি লাইসেন্স ফি,অগ্রিম আযকর ও আইডিএলসি	৩৫৬২.৪৮	২৪.৯৪	৩৩.০৪	৭.২৭	১০.৯৩	৩.৪৩	১.৭৩	৪৮.৫	০.০০	৩৬৫৩.৯০
আয়কর	১৭১০৪.০৮	২৬.৬৪	২০.৮১	১৯.৪৮	২৬.৬৫	৪৮.৬৯	৫৯.৬০৬	৩৩.৮৭	৯.৮৬	১৭৩৬৪.৩২
সুগার সেস	২৯০৪.২	৬০.৬৭	৭৪	৭৬.০১	৩৮.২২	২৭.৯৪	৫১০৫৫	-	৫০.৬৬	৩৩২০.৬৩
রাস্তা উন্নয়ন তহবিল	১০০৫২.৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০৫২.৯৬
লভ্যাংশ প্রদান	৫৮৪৯.০৩	২৪৩.৩৯	১১.৪৩	-	-	-	-	২৬৮.৩৮	-	৬১০৩.৮৫
বিবিধ কর	৪৭৩৪.৩৫	১৪৭.৪৯	১৫৮.১	২৪৯.১৯	৩৯২.৫৩	২৪৮.৮	৩১৩.৭৩	-	৪১৩.৫২	৬৯২৬.০৫
পিএসআইএসসি	৪৮৮.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৮৮.৮৮
বিএসআরআই লেভি	১৮.৮৮	-	-	-	-	-	-	৭১৫৪.৫৭	-	১৮.৮৮
মোট	২৭৮৬৯২.৪৪	৪৪০৫.৭৪	৪৬৫৫	৫৪০৬.৫৩	৬৪৫৪.৫৭	৬১৩৩.১	৭৪৮৫.৫	৭১৫৪.৫৭	৮৬০০.৭৫	৩২৮৯৮৮.৬৮

কর্মচারি, প্রশাসন ও জনশক্তি :

আলোচ্য বছর করপোরেশন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক, কর্মচারি ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ছিল। বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, খেলাধূলা, বিচিত্রানুষ্ঠান, পিকনিক ও চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যথারীতি পালিত হয়। স্বাভাবিক নিয়মে অবসর গ্রহণের ফলে জনবল পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হ্রাস পায়। মাড়াই মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন ও অব্যাহত উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থে সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে কিছু জনবল নিয়োগ করা হয়। তবে সংশোধিত সেটআপ মোতাবেক জনবল সুষমকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। জনবলের বিস্তারিত তথ্য সংযোজনী-ট তে দেখানো হয়েছে।

২০১২-২০১৩ সালে কর্মরত জনশক্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

বিবরণ	স্থায়ী			মৌসুমী		সাময়িক		মোট
	কর্মকর্তা	কর্মচারি	শ্রমিক	কর্মচারি	শ্রমিক	কর্মচারি	শ্রমিক	
চিনিকল	৭৮৬	৪৬৪৬	২৮৪৯	২৯৩২	২৩৭৬	৭৪৭	৭০৪	১৫০৪০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য	২৬	১৪৩	১৭৮	-	-	-	২৭	৩৭৪
সদর দপ্তর ও শিপিং অফিস	১৭৭	১১৫	-	-	-	-	-	২৯২
মোট	৯৮৯	৪৯০৪	৩০২৭	২৯৩২	২৩৭৬	৭৪৭	৭৩১	১৫৭০৬

জনশক্তি উন্নয়ন

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে করপোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। আলোচ্য সময়ে মোট ৪৯৮ জন কর্মকর্তা, কর্মচারি, শ্রমিক ও বিভিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচ্‌মেন্ট ট্রেনিং চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে, দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

১। দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ :

ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে		
কর্মকর্তা	:	১২০ জন
কর্মচারি আখচাষি	:	০০ জন
খ) দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	:	৩৭৩ জন (কর্মকর্তা/কর্মচারি)
২। বিদেশে প্রশিক্ষণ	:	০৫ জন (কর্মকর্তা)
মোট	:	৪৯৮ জন

উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় :

করপোরেশনের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য মিলের চাহিদা অনুযায়ী করপোরেশনের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত অর্থের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার মালামাল আমদানি করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য ৪৮৩.০৫৫ লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্রাংশ/কাঁচামাল আমদানি করা হয়।

বার্ষিক পরিকল্পনা

২০১২-২০১৩ সালে এডিপিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ৪(চার) টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল ।

উৎপন্ন দ্রব্যের মজুদ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছর শেষে উৎপাদিত পণ্যের মজুদসহ বিগত ৩ বছরের মজুদের পরিসংখ্যান সংযোজনী-এঃ তে দেখানো হল।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উৎপাদন ঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকৃত উৎপাদন এবং ২০১৩-২০১৪ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ঃ

উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	২০১২-২০১৩ সালের প্রকৃত উৎপাদন	২০১৩-২০১৪ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২০১২-২০১৩ সালের উৎপাদনের তুলনায় ২০১৩-২০১৪ সালের লক্ষ্যমাত্রার % হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর হার
চিনি	মে. টন	১০৭১২৩	১৩৮১৫০	২৮.৯৬
চিটাগুড়	মে. টন	৫৮৭৩৮	৭০০৮১.০০	১৯.৩১
স্পিরিট ও অ্যালকোহল	লক্ষ প্রুফ লিটার	৫০.৬৫	৫৬	১০.৫৬
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রুফ লিটার	৯.৯২	১০.১২	২.০১
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে. টন	৯৬৪.৯৪	১৩০০	৩৪.৭২

আর্থিক অনুপাত

বিবরণ	সূত্র	বছর	
		২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
১। লাভ-লোকসান পরিমাপক অনুপাত ক) ইকুইটির উপর লাভ/লোকসান এর হার -------------------------------------- ইকুইটি	করপূর্ব লাভ/(লোকসান) ---------------------- ইকুইটি	(৩০১৫৪.৮৯) ------------- = ১৯% (১৫৫৪৭১.২৪)	(৩১১৮৯.১৬) ------------- = ১৭% (১৮৬৭৮৫.১৯)
খ) সম্পদ আবর্তন	মোট রাজস্ব আয় --------------- মোট সম্পদ	৩৫৭ ৫৬. ৯১ ------------- = ০. ৪৬ বার ৭৭১৩৭.৩৫	৩৯৩৭৭.৬৭ ------------- = ০.৪৪ বার ৮৭৮৭০.১৭
গ) বিক্রয়ের উপর লাভ/ (লোকসান) এর হার	করপূর্ব লাভ/(লোকসান) ------------------------ নীট বিক্রয়	(৩০১৫৪.৮৯) ------------ = (৮৪%) ৩৫৭৫৬.৯১	(৩১১৮৯.১১) ------------ = (৭৯%) ৩৯৩৭৭.৬৭
ঘ) সম্পদের উপার্জন ক্ষমতা	সম্পদ আবর্তন × বিক্রয়ের উপর লাভ/ লোকসানের হার (%)	০. ৪৬×(৮৪%) =(৩৮%)	০. ৪৪×(৭৯%) = (৩৪%)
২। স্বচ্ছলতা পরিমাপক অনুপাত ঃ ক) চলতি অনুপাত	চলতি সম্পদ ----------- চলতি দায়	৭৮৫১৬.০৯ ------------ = ০.৩২ ঃ ১ ২৩৮৭২০.২৬	১২০৩৬৯.৯৪ ------------ = ঃ ০.৩৭ঃ১ ৩২৪৫৯৯.০৮
খ) তড়িৎ অনুপাত	চলতি সম্পদ -মজুদ-আগাম ব্যয় ------------------------- চলতি দায়	৩০৮০৩.১৬ ----------- = ০.১২ ঃ ১ ২৩৮৭২০.২৬	৪৫১৪৮.৪০ ----------- = ঃ ০.১৩ঃ১ ৩২৪৫৯৯.০৮
গ) মজুদ আবর্তন	বিক্রিত মালের উৎপাদন ব্যয় ------------------------- উৎপাদিত মালের গড় মজুদ	৬৫৯১১.৮০ ----------- = ১.৯৫ বার ৩৩৭৬৩.০৮	৭০৫৬৬.৮৩ ----------- = ১.৩৯ বার ৫০৪১৩.৫৭
ঘ) চলতি মূলধন	চলতি সম্পদ - চলতি দায়	৭৮৫১৬.০৯ - ২৩৮৭২০.২৬ = (১৬০২০৪.১৭)	১২০৩৬৯.৯৪ - ৩২৪৫৯৯.০৮ = (২০৪২২৯.১)
ঙ) বিক্রয় ও চলতি মুলধনের অনুপাত	মোট বিক্রয় ----------- চলতি মুলধন	৩৫৭৫৬.৯১ ------------ = (০.২২) ঃ ১ (১৬০২০৪.১৭)	৩৯৩৭৭.৬৭ ------------ = (০.১৯) ঃ ১ (২০৪২২৯.১৪)
চ) ডেবট ইকুইটি	ডেবট ------------------ মোট ইকুইটি ও দায়	২৭৪৬৫৫.৩৬ ----------- = ৩.১২ ঃ ১ ৮৭৮৭০.১৭	৩৬০৩০০.৫৯ ----------- = ২.৭৬ ঃ ১ ১৩০৩৩৪.৬৭